অন্যায় করলে প্রতিমন্ত্রী, ডিসি কেউ ছাড় পাবে না – গোলাম রসুল

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, দূর্নীতি করলে মন্ত্রী, চেয়ারম্যান,মেয়র, ডিসি কাউকেই ছাড় দেওয়া হবেনা। দূর্নীতিবাজদের বিচার করা হবে।

তিনি আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা পরিষদ চত্বরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালনের প্রস্ততি সভায়নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন। এসময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনও বক্তব্যে রাখেন।

গোলাম রসুল কতিপয় আওয়ামীলীগ নেতাদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, গত ০৫ ফেব্রুয়ারি মুজিব বর্ষের মিটিং এ যেসব প্রবীণ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এসব ত্যাগী নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এক শ্রেণীর ভন্ড, ধোকাবাজ ও নব্য আওয়ামীলীগার । তিনি ভন্ড নেতাদের হুশিয়ারি করে বলেন, ত্যাগী এসব নেতাকর্মীরাদের বাড়িড়ে বাড়িতে গিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্যাতিত করা হলে সে সকল ভন্ড ও নব্য নেতাদের হাত কেটে দেওয়া হবে।

মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন সকল মিডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন আহবায়কের অনুমোদন ছাড়া জেলা যুবলীগের ব্যানার ব্যবহার করতে পারে না। মুজিবনগর ও মেহেরপুর বহিষ্কৃত নেতাদের নিয়ে যুবলীগের মিছিল করেছে । এরা মাদক ব্যবসায়ীরা যুবলীগের প্রোগামে ছিল। এই সকল নেতা কর্মীকে তাদের কু-কর্মের কারণে যু্বলীগ থেকে তাদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে । এই সকল বহিষ্কৃত নেতারা স্কুল কলেজের বিভিন্ন দূর্নীতির সাথে জড়িত আছে। তাদের সেই দুর্নীতি ঢাকার জন্য তারা আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছে।

তিনি আরোও বলেন, আগামী ৭ মার্চ সামসুজ্জোহা পার্কে সমাবেশের মাধ্যমে দূর্নীতির জবাব দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রীকে পুনরায় কটুক্তি করা হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে- যুবলীগ নেতা মৃদুল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে জেলা যুবলীগের একাংশ। পুনরায় কটূক্তি মূলক বক্তব্য দেওয়া হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার হুশিয়ারি দেয় নেতারা।

সোমবার বিকালে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা করা হয়।

সভায় সরফরাজ হোসেন মৃদুল বলেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে বর্ধিত সভার নামে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নামে যে ধরনের কটূক্তি করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক।

অবিলম্বে এই ধরনের বক্তব্য যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেবো। ফরহাদ হোসেন একজন সচ্ছ রাজনীতিবিদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের যোগ্যতায় প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা মেহেরপুরবাসি সবাই জানি ছহিউদ্দিন পরিবারের সন্তানরা কেমন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয় তাহলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু বলেন, আওয়াশীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যদি ছহিউদ্দিন না হয় তবে কে? মেহেরপুরে যদি একটি পরিবার সচ্ছ আওয়ামীলীগের রাজনীতি করে সেটি হলো ছহিউদ্দিন পরিবার।

আমরা যুবলীগ সবসময় সচ্ছ রাজনীতির সাথে আছি, ফরহাদ হোসেনের সাথে আছি।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোসারফ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার চারটি যুবলীগের ইউনিট প্রতিমন্ত্রীর সাথে আছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আওয়ামীলীগের নেতা বলতে পারেনা। তাদের উচিৎ এই মূহর্তে ফরহাদ হোসেনের কাছে মাফ চাওয়া।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সদর উপজেলা যুলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, যুবলীগর নেতা একে আজাদ সাগর, বারিকুল ইসলাম লিজন সহ আরও অনেকে। যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মিরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহন করে।

উল্লেখ, গত ৫ ফেব্রুরায়ি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রীকে বিষদগার করে বক্তব্য দেন নেতারা।

মেপ্র/ইএম

ড. কামাল হোসেন সীমা ছাড়িয়ে গেছেন: ওবায়দুল কাদের

সরকারকে নিয়ে প্রবীণ রাজনীতিক ড. কামাল হোসেনের উক্তিকে আপত্তিকর ও রাস্তার ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, ড. কামাল হোসেন সরকারকে লাথি মেরে উচ্ছেদ করার কথা বলেছেন। এটা গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। এটা রাস্তার ভাষা। তার মতো ব্যক্তি কি করে এমন ভাষায় কথা বলেন? তিনি সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ ও পুরান তিনটি সেতুর পুনর্বাসন প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে রোববার দুপুরে সোনারগাঁয়ের মেঘনাঘাট এলাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তি ইস্যুতে বিএনপি আন্দোলনের নামে আবার জ্বালাও-পোড়াওয়ের পথে হাঁটতে চায়। তবে স্পষ্ট করে বলতে চাই, জ্বালাও-পোড়াও কিংবা সহিংসতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উপযুক্ত জবাব দেবে।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা কোনো রাজনৈতিক মামলা নয়। তার বিরুদ্ধে মামলা বর্তমান সরকার করেনি। ওই মামলা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের। তাই তাকে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করার সুযোগ নেই। বিষয়টি আদালতের ব্যাপার। আর এ মামলা বিলম্বের জন্য বিএনপি নিজেরাই দায়ী।

সেতুমন্ত্রী বলেন, দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী (দ্বিতীয়) তিনটি সেতু জাপানের সহায়তায় আধুনিক ও যুগোপযোগী করে চার লেন করা হয়েছে। জাইকা আজ সেতু তিনটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করল। সেতু তিনটির কাজ নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস আগে সম্পন্ন করায় ১ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা ব্যয় কম হওয়ায় জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এ তিনটি সেতু নির্মাণের দৃষ্টান্ত দেশের সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগের সব প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসন ও সওজের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রতিমন্ত্রীকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে

জেলা তাঁতীলীগের নেতাকর্মীরা।

রবিবার বিকালে জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের কাছে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে পথ সভা করেন নেতারা।

সভায় বক্তব্য দেন জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক প্রবির শেখ।

এ সময় জুয়েল রানা বলেন, গত ৫ ফ্রেবুয়ারি কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে নিয়ে বেশ কিছু কটু কথা বলেছে। ফরহাদ হোসেন আমাদের গর্ব, মেহেরপুরের গর্ব। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা তাঁতীলীগ সব সময় ফরহাদ হোসেনের সাথে ছিলাম আছি থাকবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা তাঁতীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মলিকন ইসলাম টিটন, সদর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান, যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম রক্তিম,মুজিবনগর উপজেলা আহবায়ক প্রবির শেখ, যুগ্ন আহবায়ক বীর হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক সজেদুল ইসলাম, এছাড়াও তাঁতীলীগ নেতা রবি, তানজিদ, হাবিব, ফারুক, মোমিন, মিঠন, সবুজ, হ্যাপী, রতন, সোহেল, তাবুল প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

পদত্যাগ না করলে সরকারকে লাথি মেরে নামাতে হবে: ড. কামাল

ঘরোয়াভাবে সভা-সমাবেশ না করে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, সরকার পদত্যাগ না করলে লাথি মেরে নামাতে হবে।

সত্যিকার অর্থে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে হবে। সেই সংসদে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে তারা দেশ

পরিচালনা করবে। এখন যারা আছে, তাদের লাথি মেরে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে। পদত্যাগ পদত্যাগ বললে হবে না। পদত্যাগ না করলে তাদের হাত ধরে টেনে রাস্তায় নামিয়ে দিতে হবে। সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের মালিকের ভূমিকায় আসতে হবে।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কারাবাসের দুই বছর ও তার মুক্তির দাবিতে এক প্রতিবাদ সভায় ড. কামাল হোসেন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলে দুর্নীতির শিকার হতে হয়, লুটপাটের শিকার হতে হয়, উন্নয়নের নামে লুটপাট হয়। এগুলো থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের মালিককে মালিক হিসেবে দাঁড়াতে হবে। সত্যিকার অর্থে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করতে হবে।

ড. কামাল ‘দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের নির্বাচনের নামে প্রহসন সহ্য করতে হচ্ছে। যারা নির্বাচিত না, তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে। এটা জনগণ মেনে নেবে না। ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজের অধিকার কেড়ে আনতে হবে।’

তিনি বলেন, দেশের ইতিহাসে দেখেছি, জনগণের অধিকার বঞ্চিত করে কেউ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। যে শাসকরা চেষ্টা করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে। আজ যারা স্বৈরাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেই ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখা দরকার যে, বাঙালি কখনও স্বৈরাচারকে মেনে নেয়নি। আজ আমরা সবাই চাই, শান্তিপূর্ণভাবে দেশটাকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক।’

মানুষকে বঞ্চিত করে স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করা প্রহসন হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘যারা প্রহসন করে ক্ষমতায় এসেছে, এখন সময় এসেছে তাদের সহজ ভাষায় বলা সরে দাঁড়াও।’

তিনি বলেন, ‘তারা কী কী প্রচার করছে, অমুক বর্ষ এভাবে উদযাপন করবে। সবাইকে একভাবে উদযাপন করতে হবে। মালিক হিসেবে দেশের ১৬ কোটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করবে, এটা একটা প্রহসন।’

খালেদা জিয়ার মুক্তি জন্য প্রতিবাদ সভায় খালেদা ও রাজবন্দি প্রসঙ্গে বলার জন্য ড. কামাল হোসেনকে কয়েকবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর রাজবন্দি শুনতে কেমন লাগে।

বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সভা করতে হবে, দাবি করতে হবে এটা অকল্পনীয়।’ তিনি বলেন, ‘এখন আর এই ধরনের সভা নয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে সামনে রেখে মাঠে নামব।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি সভাপতি আসম আবদুর রব সরকারপ্রধানের উদ্দেশে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে যেতে চাইলে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন করা না গেলে গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে হবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেন, রাষ্ট্র চালাতে গেলে অনেক সময় ভুল হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ের সঙ্গে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে বিরোধী দলকে মেলানো ঠিক হবে না বলে দাবি করেন। তিনি বিএনপির শীর্ষ নেতাদের ওপর মামলা ও জেলে ভরে রাখার উদাহরণ টেনে বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি আওয়ামী লীগের সঙ্গে এমন আচরণ করেনি। মঈন খান ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে সরকার পতনের আহ্বান জানান।

খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য একত্রে আন্দোলনের চিন্তা আছে কিনা, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না তা নিয়ে প্রশ্ন রাখেন। সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, অর্থনীতি ধসে সরকারের কাছে টাকা নেই। এখন বিভিন্ন সংস্থার উদ্বৃত্ত টাকা জমা নিচ্ছে। তিনি সরকার পতনের জন্য জোরালো আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ঐক্যফ্রন্টের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। বিএনপিরও সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। এই সরকার থেকে মুক্তি চাইলে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামতে হবে।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি চিকিৎসক জাফরুল্লাহ চৌধুরী কিছু সুপারিশ তুলে ধরে বলেন, খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দিলে আর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ঠিক হবে না। কামাল হোসেনকে রিভিউ পিটিশন করতে হবে। এ ছাড়া তিনি কামাল হোসেনকে সারা দেশে পদযাত্রা করার আহ্বান জানান। সভায় আরও বক্তব্য দেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, মোহসীন রশিদ খান, বিকল্পধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. নুরুল আমীন, নাগরিক ঐক্যের শহীদুল্লাহ কায়সার।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-এসএসসি পরীক্ষার হলে হয়রানি, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীর স্ট্যাটাস ভাইরাল

আ’লীগ যেটাই করে বিএনপির কাছে তা কালো আইন: আইনমন্ত্রী

বিএনপি আইন বুঝুক আর না বুঝুক আওয়ামী লীগ যেটাই করে সেটাই ওনারাদের কাছে কালো আইন বলে মনে হয় বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

শনিবার দুপুরে আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার আইনকে ‘কালো আইন’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এসময় আনিসুল হক বলেন, আমি তাদের বলবো, এই আইনটা পড়তে হবে, বুঝতে হবে তারপর যেন ওনারা (বিএনপি) মন্তব্য করেন।

এসময় আইন সচিব গোলাম সারোয়ার, জেলা প্রশাসক হায়াত উদ দৌলা খান, পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান, আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক অধ্যক্ষ জয়নাল আবেদীন, আখাউড়া উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ভূঁইয়া, কসবা উপজেলা চেয়ারম্যান রাশেদুল কাউছার ভূঁইয়া জীবন, আখাউড়া পৌরসভার মেয়র তাকজিল খলিফা, আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনা প্রমুখ।

এরআগে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আন্তঃনগর মহানগর প্রভাতি ট্রেনে ঢাকা থেকে আখাউড়ায় আসেন। পরে তিনি কসবা উপজেলার স্থানীয় বিভিন্ন রাজনীতির প্রোগ্রামে যোগ দেন।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিকালে আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় থাকার কথা রয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

প্রতিমন্ত্রী বনাম স্থানীয় নেতৃবৃন্দ: উন্নয়নের মূল অন্তরায়

মেহেরপুর আওয়ামী লীগের রাজনীতি হঠাৎ করে নতুন সমীকরণ দেখা গেল। আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ত্যাগী নেতারা এক মঞ্চে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপির বিরুদ্ধে বিষদগার হয়ে উঠলেন।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে বিশেষ করে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার উন্নয়ন কাজের বাধাগ্রস্থ করার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয়র সরকারের তিনটি বিভাগেই আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিমন্ত্রীর দ্বারা বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন।

গত বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভায় নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে এক হাত নেন। বক্তারা যার যার স্থান থেকে প্রতিমন্ত্রীর বিষদগার করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকেরও সমালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর অধ্যূষিত মেহেরপুরে এই প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। যা মেহেরপুর বাসীর জন্য গর্বের বিষয় ছিল। আওয়ামীলীগের গর্বের ছিল। কিন্তু একটি বছরের ব্যবধানে আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের কোনঠাসা করে তোলায় তাদের অন্তর্জালা সেদিন প্রকাশ্য রুপ নেয়। শতশত নেতাকর্মীদের উপস্থিতি প্রকাশ্য ত্যাগী নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে তার ভুল শোধরানোর আহবান জানান। না হলে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি দেন।

নেতাকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কৌশলে প্রতিমন্ত্রী

রাজত্ব করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি ভরসা না রেখে আমলাদের উপর ভরসা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজ দলীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ডিসি এসপিকে নিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকেন। যেগুলো বিভিন্ন সময় রাজনীতির টেবিলে সমালোচার জন্ম দেয়।

সকল সমালোচনা, বৈরিতা দুর করে তিনি জেলা আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি। সকল কিছু ভলে জেলার উন্নয়নে , এলাকার উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কোন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জেলাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবেন এমনটা প্রত্যাশা করি।

মেপ্র/সম্পাদকীয়

আরো পড়ুন: প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা মাত্রিক কর্মসূচী বিষয়ক বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারিসহ তার বিরুদ্ধে বিষেদাগারমুলক বক্তব্য প্রদান করেন আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দরা। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে কালা জাহাঙ্গীর আখ্যা দিয়ে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন।

সভাপতির বক্তব্যে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘মন্ত্রী যখন আসেন তার দুই দিন আগে থেকে সার্কিট হাউজে বাজার বসে। বিভিন্ন জেলার ডিসি, এডিসিরা আসেন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে। তদবিরের জন্য আসেন। জেলা প্রশাসককে উদ্দেশ্যে করে আমাকে এক পুলিশ সুপার বলেছিলেন মেহেরপুরে তো একজন কালা জাহাঙ্গীর আছে। তিনি সারাদেশে ঠিকাদার হয়ে গেছেন। মেহেরপুরে একটা দুর্নীতিবাজ তৈরি হয়েছে।’ অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর দেখি ভৈরবে মাটি লুট হয়ে যাচ্ছে। আমি ডিসিকে ফোন করে বললাম। তিনি বললেন ভৈরবের পাশে রাস্তা হবে। আমি বললাম টেন্ডার কোথায়। উনি বললেন টেন্ডার হয়নি। তাহলে ওয়াকশন কবে হলো। টেন্ডার ওয়াকশন ছাড়া ভৈরবের হাজার হাজার হেক্টর জমির মাটি বিক্রি হয়ে গেলো। সেই মাটি দিয়ে বিশাল একটি বান্দরবান (পাহাড়) হয়ে গেছে একটি ভাটায়। সেই ভাটা আজও সিলগালা হয়নি।
ইয়ারুল ইসলাম আরো বলেন, যাদের একটা মোটরসাইকেলও ছিলনা। এখন তাদের চারটি গাড়ি, বাড়ি। কোথায় পেলেন, আলাদিনের চেরাগ পেলেন নাকি। মন্ত্রীর ভাইয়ের ওষুধের দোকান ছিল, বেচাকেনা হতো না। আজকে সমস্ত ঠিকাদারি কাজ, সমস্ত ব্যবসা তাদের। আমি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিয়ে চেয়ারে বসার আগেই ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে এসব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নে বাজেট দিয়েছেন। সেই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করছেন মন্ত্রী। গাছের চেয়ে কঞ্চি হয়ে বড় হয়ে গেলে যা হয়।
আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের স্বার্থের পরিপন্থি, মেহেরপুর পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি, জেলার স্বার্থের পরিপন্থি কোন কর্মকান্ড মেহেরপুরে হবে না। আমি মেয়রকে বলেছি আবার যদি তদন্ত

টিম আসে আর পৌরসভায় আসার দরকার নাই। ওই পৌরসভার প্রবেশমুখ থেকেই বিদায় দিয়ে দেব। জনপ্রতিনিধিকে মূল্যায়ন করা হয় না। জনপ্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে যদি কোন জেলা প্রশাসক হোক সে কালা জাহাঙ্গির হোক আর যেই হোক। আজ আমরা প্রতিবাদ করছি এরপরে প্রতিরোধ হবে।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুরে যখন বিএনপির অস্ত্রের মুখে আওয়ামী লীগের মাথা গোজার ঠাঁই ছিলনা। তখন আমার অফিসকে আওয়ামী লীগের অফিস বানিয়ে ছিলাম। আমার অফিসে বোমা মারা হয়েছে, আমরা মার খেয়েছি। কারণ আমাকে শেষ করা হলে নাকি আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ আমরা আওয়ামী লীগের বাইরে। এখন কোন মিটিং মিছিল হলে, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির এক পাশে থাকে ডিসি আরেক পাশে থাকে এসপি। সেই সাথে কিছু হাইব্রিড নেতাদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। আজ যারা ফরহাদ হোসেনের সাথে থাকে তাদের রাজনীতির ব্যাকগ্রাউন্ড খোজ নিয়ে দেখেন। সবাই বিএনপি জামাত পরিবারের।
ফরহাদ হোসেনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান বলেন, আপনি ভোটের সময় অনেক কথা বলেছিলেন, আর এখন বলেন, এইসব কথা ভোটের সময় বলতে হয়। আমার কোন নেতা কর্মির কোন প্রয়োজন নেই। একদিকে আমি থাকবো আরেক দিকে এসপি থাকবে। এটাই তার চরিত্র।
আজ যারা মন্ত্রীর আত্মিয় হয়েছেন তারা কোনদিন জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে দেখেননি। এমনকি মন্ত্রীও কোন দিন স্লোগান দেন নাই। মেহেরপুরের রাজনীতিকে বাচাতে আমরা যেমন ২০০১সালে বিএনপি-জামাত বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম ঠিক সেইভাবে মন্ত্রী বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলবো।
আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একপাশে ডিসি, একপাশে এসপি মাঝখানে এমপি। উনার নাকি নেতাকর্মী লাগবে না। ডিসি আর এসপি থাকলেই হবে। সাংবাদিকদের উদ্দ্যেশে গোলাম রসুল বলেন আপনারা এগুলো লেখেন। মানুষকে জানান।
তিনি বলেন, জেলা পরিষদে প্রতিবছর এডিবির বাজেট আসে। আমার কাছে থেকে প্রতিমন্ত্রী ২ কোটি টাকা ভাগ চেয়েছিলেন। আমি বলেছি ২ লাখ টাকাও দিতে পারবো না। প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম আপনার এমপিরা ভাগ চায়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কোন এমপিকে ভাগ দেবেন না। তাতে যদি টাকা না আসে প্রধানমন্ত্রীকে জানাবো।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, ১৫ কোটি টাকা ঋনের বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়রের আসনে

বসেছি। সেগুলো কাটিয়ে উঠে পৌরবাসীর কল্যানে যখন পৌরসভার উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে তখনি বাধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কায়দা কৌশল করছেন প্রতিমন্ত্রী।
সুষ্ঠ সুন্দর সচ্ছ কাজ করার পরও প্রতিনিয়ত মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাকে হেনস্ত করার চেষ্ট করছে। প্রতিমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি যখন নৌকার নমিনেশন নিয়ে মেহেরপুরে এসেছিলেন তখন আপনার পাশে কোন নেতা কর্মি ছিল না। আমরা যুবলীগ যখন মাঠে নামি তখনি আপনার জয় নিশ্চিত হয়। আজ আপনি মন্ত্রী হয়েছেন বলে আমাদের আওয়ামী লীগ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না।
মেহেরপুরের মানুষ যখন বিরক্ত হয়ে যাবে তখন পালাবার পথ পাবেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সেভাবেই পথ চলবো। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে নিয়ে লড়াই করে যাবো।
মেয়র বলেন, ভিতরে ভিতরে অনেক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় জেলা প্রশাসককে প্রধান অতিথি এবং আমাকে বিশেষ অতিথি করায় প্রধান শিক্ষিকা তিরস্কার করে তাঁকে এখান থেকে বদলি করা হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, যুবলীগকে নিয়ে নানারকম কুরুচীপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আজ তার ভাইকে সেই যুবলীগের রাজনীতিতে আনার চেষ্টা করছেন। আপনারা স্বার্থক। আমরা সফল রাজণীতি করে আসছি। আজ পৌরসভার বিভিন্ন ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত নেতকর্মীদের উদ্দ্যেশে তিনি বলেন, আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে এসকল ষড়যন্ত্রর জবাব দেওয়া হবে।

জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি করি। আমরা কারও চামচামির রাজনীতি করি না। মেহেরপুরের ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকেন ইনশাহআল্লাহ আপনাদের বিজয় হবেই।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান বলেন, নৌকা মার্কা নির্বাচিত হওয়ার পরও নৌকার নিবেদিত প্রাণ দু:সময়ের রাজপথ কাপানো নেতাদের মুখ আজ মলিন। মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের ইতিহাস এখন মিথ্যা ইতিহাস। আমরা মন্ত্রী পেয়েছি, মেহেরপুরের মানুষ হাসবে অথচ মেহেরপুরের মানুষ আজ কাঁদছে, আওয়ামী লীগ কাঁদছে। এইতো সেদিনকার কথা শহর আওয়ামী লীগের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাউন্সিল হচ্ছিলো। কেন্দ্রিয় নেতাদের সাথে যোগসাজশ করে শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বন্ধ করে দেয়। সেখানেও তিনি একটি করে

ভাগ চাই। আওয়ামী লীগ কি ভাগের রাজনীতী হয়ে গেছে, আমরা কি বিভক্ত রাজনীতি করি? আগামী ৬ মার্চের মধ্যে মেহেরপুর, গাংনী, মুজিবনগরে কাউন্সিল হতে পারে। সেখানে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে নেতা কর্মিদের মধ্য থেকেই।

উনি একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, মেহেরপুর শহরকে প্যারিস বানাবো। আমাদের গর্বে বুক ভরে গেলো। আমাদের মন্ত্রী শহরকে উন্নত করবেন। কিন্তু আজ তিনি পৌরসভার উন্নয়ন কাজকে বাধা দিচ্ছেন। বারবার তদন্ত কমিটি পাঠাচ্ছেন। উনি বলেন তাঁর বাবা নাকি জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তার নানাও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাহলে উনার পিতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত সভাপতি হলেন। তিনি বিভিণ্ন স্থানে বলে বেরাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু নাকি মেহেরপুরে দুই বার এসেছিলেন। তার বাড়িতে এসে খেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মেহেরপুরে একবারই েএসেছন।

তিনি আরো বলেন, তার বাবা ছহিউদ্দিন নাকি ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে ছিলেন। কিন্তু ওই সময় তিনি আমাদের সাথে বেতাই ক্যাম্পে ছিলেন। আগামি ৬ মার্চের মধ্যে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সংগঠনের কাউন্সিল হবে। আপনি ঘরে বসে ছাত্রলীগের কমিটি দিচ্ছেন। এগুলো বন্ধ করেন। আগামীতে সকল কাউন্সিলে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হবে। যদি আপনি প্রকিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন তাহলে আপনাকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করতে বাধ্য হতে হবে।

আগামীতে আপনিও যদি আওয়ামী লীগের সভাপতি না থাকেন সেটাও মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে হবে। আজ যদি আপনার মন্ত্রীত্ব শেখ হাসিনা কেড়ে নেয় কি করবেন তখন। আপনার ভাই আপনার বাড়িতে বসে গণফোরাম গঠন করেছিলেন।

আগামী কাউন্সিল হবে নেতৃত্বের বিকাশ হবে। আওয়ামী লীগের দুরবস্থা দুর হবে। আগামি দিনে ওই পেতাত্মার হাত থেকে আওয়ামী লীগকে রক্ষা করতে হবে।

শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ করি। ২০১৪ সালে এই এমপির জন্য ১০ মিনিট করে বুঝিয়ে আমরা ভোট চেয়েছে। ২০১৮ সালে আমরা আবার যখন ভোট চাইতে গিয়েছি আর বোঝাতে পারিনাই। আবার সেই এমপি। আজ আপনি এমপি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যাদের কারণে আপনি আজ এখানে তাদেরকে মুল্যায়ন করতে হবে। আজ আপনি মন্ত্রী হয়ে নৌকার মেয়রকে, নৌকার উপজেলা চেয়ার্যম্যানকে, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিভিন্ন কাজে বাধা দিচ্ছেন। জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দিয়েছেন। জেলা প্রশাসক আজ জেলা

আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়ে গেছেন। ডিসি সাহেব আপনি সরকারি কর্মকর্তা। আপনি নিরপেক্ষ থাকবেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও মহিলা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের বিশেষ বর্ধিত সভা

মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় উপস্থিত আছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস

আলীসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য দেন। মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন, মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বও ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

জনপ্রতিনিধিদের আচরণ জনমুখী হতে হবে

জনশুমারী ও গৃহগণনা -২০২১ এর লিষ্টিং অপারেশন ও মুল শুমারীর তালিকাকারী, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের ভাইভা বোর্ড থেকে বের করে দিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি কতটুকু সম্মানের কাজ করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন। নিজের সম্মান রক্ষার্থে যারা অপরের সম্মান নিয়ে চিন্তা করেন না প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই সম্মানীত হন না।

এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে। ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে তাকে না রাখায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পরীক্ষার্থীদের বাইরে বের করে দেন।
ভাইভা বোর্ড থেকে পরীক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার পর বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে তিনি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। ফলে সেখানে বিশৃঙ্খলা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে, ওই দিন গণনাকারী ও সুপারভাইজারদেও ভাইভা পরীক্ষা ছিল। নিয়মানুযায়ী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রার্থীরা ভাইভা বোর্ডে অংশ নিয়েছিলেন। ভাইভা বোর্ডে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে না রাখায় তিনি সংক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে তার স্বামী সাহাবদ্দিন এমনটি জানিয়েছেন।

এ কারণে প্রায় আধা ঘন্টা ভাইভা পরীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল ভাইভা বোর্ডকে । পরবর্তিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিরসণ হয়।

কিন্তু ভাইভা বোর্ড থেকে যাদের বের করে দেওয়া হলো তাদের মনে কি ধরণের রেখাপাত ঘটতে পারে? জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কেমন হতে পারে? একজন জনপ্রতিনিধির আচরণের কারণে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপরও তাদের বিরুপ মনোভাব তৈরি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে জনপ্রতিনিধি সকল কিছু বিবেচনায় নিয়ে জনমুখী আচরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মেপ্র/ইএম